2 1 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

36

নেপথ্য কাহিনী

যে কারণে ও যেভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে—

মাসুদ কামাল

দীর্ঘ ন' মাসের মতো ক্যাম্পাস থেকে নির্বাসিত ছিল ছাত্র শিবির। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগে মাস দু'য়েক আগে ক্যাম্পাসে ফিরতে পেরেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি, চেয়েছিল বদলা নিতে। সে অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নিয়েছিল। কিন্তু মাঝখান থেকে বাধ সাধলো বিজয় দিবস। অপারেশনের জন্য ভুল দিনটি বেছে নেয়ায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবারও সমূলে উৎপাটিত হতে হলো তাদেরকে।

প্রায় এগারো মাস আগে শিবিরের ভর্তি গাইড বিক্রি করা

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

যে কারণে

(প্রথম পাতার পর)

নিয়ে সম্মিলিত ছাত্রঐক্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। মারা যায় এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীর ছেলে।

ছাত্র শিবিরের ইন্ধনেই কর্মচারীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল বলে পরে অন্যান্য ছাত্র সংগঠন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিবিরের নেতাকর্মীদের বের করে দেয়া হয় ক্যাম্পাস থেকে। শিবির বহিষ্কারের এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

সেসময় থেকে স্বাভাবিকভাবেই সুযোগ খুঁজতে থাকে ছাত্র শিবির। ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কৃত হলেও কিছুদিন পর থেকেই তারা ক্লাস করতো। বাধা ছিল কেবল হলে ওঠার ব্যাপারে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। ভিপি চঞ্চল এবং জিএস তোফাকে কেন্দ্র করে দু'টি গ্রুপের বিরোধ প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। মাস তিনেক আগে ছাত্রদলের বিবদমান দু'টি গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষও হয়। সংঘর্ষের পর বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদলের মূল নেতাদের করা হয় গ্রেফতার। ছাত্র শিবির আসলে এ ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একযোগে তারা হলে উঠে পড়ে। শুরুতে একটি রুমেই আট-দশজন করে পর্যন্ত থাকতে থাকে। পরে হাতছাড়া হওয়া সিটগুলো, যেগুলো ইতোমধ্যে ছাত্রদলকর্মীরা দখলে নিয়েছিল, সে সব ফিরে পেতে সচেষ্ট হয়। এ সময় উত্তেজক শ্লোগানসহ তারা বেশকিছু মিছিলও করে।

শাহজালাল হল, জামাল হোসেন হল ও ঈশা খাঁ হলে সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাদের এ তৎপরতা দেখা যায়।

একটি হলের প্রভোষ্ট জানান, এ সময় তিনি শিবির নেতৃবৃন্দকে ডেকে রুমগুলো পর্যায়ক্রমে ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকারও করেছিলেন। তিনি আরও জানান, গত এক মাসে বেশ কয়েকটি রুম অফিসিয়ালী ফিরিয়েও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শিবির নেতাকর্মীদের যেন তর সইছিল না। ঈশা খাঁ হলের এক আবাসিক ছাত্র জানান, শিবির এবার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিল। রাজশাহী, চট্টগ্রাম এমনকি ঢাকা থেকেও এ ব্যাপারে তারা সাহায্য পেয়েছিল। সে কারণে সিট ইস্যুতে তারা প্রায় প্রতিদিনই প্রদর্শন করছিল অসহিষ্ণু আচরণ।

শাহজালাল হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক ছাত্র জানান, এ সময় শিবিরের নেতারা প্রকাশ্যেই তাদের শক্তির বাহাদুরি করত। শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক নেতা ভর্তি পরীক্ষায় আগের দিন নাকি প্রকাশ্যে ছাত্রদলকে শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিন্তু দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত দুর্বলতার কারণে ছাত্রদলকে এসব হুমকি নীরবে সহ্য করতে হয়।

ছাত্রদলের দুর্বলতার বিষয়টি শিবিরের ক্যাডাররাও টের পায়। চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে। অপেক্ষা কেবল একটি অজুহাতের। সেটিও মিলে যায় ১৫ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে। সেদিনই সন্ধ্যায় শাহজালাল হলে শিবির একটি রুম দখল করে এবং এর পর বের করে বিজয়মিছিল। মিছিলে উত্তেজক শ্লোগান ও পরবর্তী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে অশালীন কথা বললে তা ছাত্রদল কর্মীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাতে তারাও পাল্টা মিছিল করলে শিবির তার ওপর আক্রমণ চালায়। এভাবেই শুরু হয় এবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

সারারাত ধরে দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলে।